হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 5, Issue No. 5, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, March 2016

"৫৯ জন কৃষ্ণভক্ত রাশিয়া থেকে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি দর্শন করতে। কলকাতায় তাঁরা একটা কাজ করে গেলেন— মহাপাপী লেনিনের মূর্তির চারপাশে উদ্দাম কীর্তন করেছেন। তাঁর উদ্ধারের জন্য। কিন্তু মার্কসবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাঁরা হেসে এড়িয়ে গেলেন। বললেন, আমরা রাজনীতিক নই, কৃষ্ণভক্ত মাত্র।"

—শিবপ্রসাদ রায়

হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য অষ্টম বর্ষপূর্তিতে

ধর্মতলায় হিন্দু সংহতির বিশাল সমাবেশ

মঞ্চে বক্তব্যরত হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ, প্রধান অতিথি ফ্রসোঁয়া গোতিয়ে এবং আশীর্বাদক স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ।

হিন্দু সংহতির লড়াইকে বাংলার মানুষ গ্রহণ করেছে। হিন্দু ধর্ম রক্ষা করার জন্য তারা হিন্দু সংহতির পতাকা তলে সমবেত হয়েছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার হিন্দু সংহতির ৮ম বর্ষপূর্তিতে ধর্মতলার রানী রাসমণি এভিনিউয়ে লক্ষাধিক মানুষের জনসমুদ্র একথা প্রমাণ করে দিয়েছে। হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে ওই জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার যুবক যুবতী উপস্থিত হয়েছিল।

ওইদিনের জনসভায় আশীর্বচন দেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, ভোলাগিরি আশ্রমের পূজ্য স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক-লেখক ফ্রাসোঁয়া গোতিয়ে, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী কবি তথা ভিডিও ব্লগার সর্দার রবিজোত্ সিং, মহাউদ্ধারণ মঠের শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এবং আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর থেকে আগত শ্রী বালা গুরু।

বিশাল এই জনসভায় হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ বলেন,-''বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হিন্দুরা নির্যাতিত হয়েছে। বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলেও হিন্দুরা সুরক্ষিত নয়। বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁরা। তাই পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা না করে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নয়তো হিন্দুরা কেউই বাঁচতে পারবে না।" তিনি বলেন,- ''দিল্লিতে হিন্দুদের বাঁচাতে মোদি আছেন, কিন্তু এখানে মোদি নেই। তাই নিজেদের রক্ষা করতে হিন্দুদের লড়তে হবে।" পুলিশের ওপর তাঁদের যে কোনও আস্থা নেই, তা তিনি পরিস্কার জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, ''দেগঙ্গা ও কালিয়াচকে পুলিশের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ থানা ছেড়ে পালিয়েছিল। এছাড়া এই ধর্মতলাতে সিদ্দিকুল্লার সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল পুলিশ। আহত হয়েছিলেন পুলিশের ডিসি। তাই পুলিশের উপর কোনও নির্ভরতা নয়। বরং পুলিশকে এবং তাদের পরিবারের ইজ্জত রক্ষা করতে আমাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।" তিনি আরও বলেন, তিনি ভেবেছিলেন, এই মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক কোনও কথা বলবেন না। কিন্তু ওইদিন সভায় আসার পথে হাওড়া এবং হুগলির কয়েকটি জায়গায় হিন্দু সংহতির সমর্থকদের ওপর হামলা এবং গাড়ি ভাংচুরের পর তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন তিনমাস পর ভোট। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বার্তা দিতে চান পশ্চিমবঙ্গের খলিসানিতে মেয়েদের কাপড় ধরে টানা হয়েছে। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, আপনি জঙ্গলমহলে মাওবাদী ও পাহাড়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে কবজা করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের কি কবজা করতে পেরেছেন? তাঁর প্রশ্ন, ভোটের জন্য আর কত মুসলিম তোষণ করবেন? তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট পায়না। যদি পেত, তাহলে মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরে সিপিএম এবং কংগ্রেস শক্তিশালী হয়ে জিততে পারত না। তিনি মমতাকে আরও বলেন, আপনি মাত্র ১৫ শতাংশ মুসলিম ভোট পান। অথচ মুসলিম তোষণ করে ৭০ শতাংশ হিন্দুর সর্বনাশ করছেন। হিন্দুরা কখনও কোথাও অন্য ধর্মের মানুষের উপর আক্রমণ করেনি। আর ওরা ঘর পোড়াবে, আক্রমণ করবে, ধর্ষণ করবে, তাতে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে পারলে সম্প্রীতি? আর তাতে বাধা দিলেই উসকানি? এ কেমন বিচার? তিনি সংহতি কর্মীদের বলেন, যে যেমন খুশী রাজনীতি করুন। সব দলের হিন্দু কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ হতে প্রচার করুন এবং তাদের জানিয়ে দিন আপনার যাকে খুশী ভোট দিন। কিন্তু নিজেদের বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হোন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বলেন,- ''হিন্দুদের সংগঠিত হতে হবে এবং যে দল দেশের জন্য বলবে, হিন্দুদের সংগঠিত ভোট সেখানেই পড়বে। হিন্দু সংহতি কোনও রাজনৈতিক প্লাটফর্ম নয়। হিন্দুধর্মের মানুষকে একত্রিত করার মঞ্চ। দেশাত্মবোধ ও সনাতন হিন্দু ধর্ম সাম্প্রদায়িক নয়। যে ধর্মের মানুষ শান্তির কথা বলে, পূজা-অর্চনা করে, গুরু সেবা করে, তারা কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। এই ধর্মের মানুষ রাষ্ট্রকে পুজো করে। দেবদেবীদের সঙ্গে হিংস্র সিংহ, বিষাক্ত সাপ এবং ইঁদুর একত্রে পূজিত হয়। তারা কিভাবে সাম্প্রদায়িক হবে?"

সমাবেশ প্রধান অতিথি ফরাসি সাংবাদিক ফ্রসোঁয়া গোতিয়ে হিন্দুদের এই সহিষ্ণুতা এবং সব ধর্মের মানুষকে একাত্ম করে নেওয়ার কথা বলেন এবং সেই কারণেই তিনি ভারতে অত্যাচারিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে জানান। দেশের সাংবাদিক এবং সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনা করে তিনি বলেন, আমি এমন কোন মিডিয়া পাইনি, যারা হিন্দুদের নিয়ে কাজ করে। আমি অবাক হই মুসলিমদের ওপর অত্যাচার হলে মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে সেই মিডিয়া চুপ থাকে। অথচ ভারতে সব থেকে বেশি অত্যাচারিত হিন্দুরা। হিন্দুদের আজ উঠে দাঁড়াতে হবে।

ভোলাগিরি হরিদ্বার আশ্রমের উপাধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ গিরি মহারাজ বলেন, ''শিবাজি এবং মহারাণা প্রতাপের আদর্শে এগিয়ে যেতে হবে হিন্দুদের। যারা আমাদের সংস্কৃতি, মা-বোনের সম্মান নষ্ট করবে, ভারতে থেকে রাষ্ট্র বিরোধী কথা বলবে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট পাঞ্জাবী কবি সর্দার রবিজোত্ সিং-ও ফরাসী সাংবাদিকের সুরে সুর

শেষাংশ ৪ পাতায়

আমাদের কথা

কানাইয়া নতুন কিছু করেনি ঃ দেশদ্রোহিতা ওদের মজ্জাগত

৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের জমায়েতে যে সব স্লোগান দেওয়া হল, একজন ভারতীয় হিসাবে তা কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন জানিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ,' 'ভারত ধ্বংস হোক', আফজল গুরু অমর রহে'-ধ্বনি যারা দেন তারা যে দেশের শুভচিন্তক নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরা ভারতে বসবাস করবে, ভারতের খেয়ে পড়ে বড় হয়ে শেষে মুক্তমনার দাবী করে ভারতের বুকেই ছুরি বসাবে-এটাই সেক্যুলারিজম, এটাই বাক্ স্বাধীনতা। কিন্তু এরা কারা? এরা ভারতের কম্যুনিস্ট। এদের আদ্যপ্রান্ত শিখরটা বিদেশের চিন-রাশিয়ায় প্রোথিত আছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর কি। কিন্তু কানাইয়ার নেতৃত্বে সেদিন জেএনইউ- তে যা ঘটল তা নতুন কিছু নয়, এর আগেও বামপন্থীরা ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে। এদের রক্তে, অস্থি মজ্জায় দেশ বিরোধিতা আছে। দেশ বিরোধী ইসলামিক শক্তি একবার ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তান (ইসলামের পবিত্রভূমি) ভাগ করে নিয়েছে। তারাই আবার বিগত ৫০ বছর ধরে ভারতকে দ্বিখন্ডিত করতে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। এ কাজে তারা দোসর হিসাবে পেয়ে গেছে কম্যুনিস্টদের। যারা ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষ্টি, ইতিহাসকে অস্বীকার করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে, ভারতের মহাপুরুষদের ব্যঙ্গ করে। রবীন্দ্রনাথ এদের কাছে বুর্জোয়া কবি, বিবেকানন্দ ভন্ড সন্ন্যাসী, গান্ধী হলেন নাঙ্গা ফকির আর পরম পূজনীয় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব হলেন মৃগীরুগী। এদের ধর্মগ্রন্থ হল কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো, উপাস্য দেবতা হলেন মার্কস, লেলিন-স্ট্যালিন-মাও-রা হলেন দেবদূত। এরা পরগাছা, যেখানে গিয়ে বসেছে, তাকেই ধ্বংস করে নিজের বৃদ্ধি ঘটাতে চেষ্টা করেছে। এরা ভয়ঙ্কর। দেশবাসীর এই সমস্ত মানুষগুলোকে চিনে নেওয়া খুব দরকার।

সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। বাক্ স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কোনটাই নিরঙ্কুশ নয়। সংবিধানে আমাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো মৌলিক কর্তব্য পালনের নির্দেশও দিয়েছে। বাক্ স্বাধীনতার অধিকার যেমন আছে তেমনি দেশের অখন্ডতা, গণতন্ত্র, সংস্কৃতিকে রক্ষা করার দায়িত্বও তো জনগণের উপর ন্যস্ত আছে। স্বাধীনতা ভোগ করব, অথচ কোন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করব না এমন ট্যাঁশ মানসিকতা শুধুমাত্র কম্যুনিস্টদের পক্ষে দেখানোই সম্ভব। মনে রাখা দরকার দেশের স্বাভিমানকে আঘাত করে কেউ নাগরিক অধিকার দাবী করতে পারে না।

কলকাতাতেও কানাইয়া গ্রেফতার হওয়ার পর যাদবপুরে, প্রেসিডেন্সিতে নির্ঝর, অর্পিতাদের কণ্ঠে সেই দেশদ্রোহিতার সুর শুনতে পেলাম। এরা যেটাকে বাক্ স্বাধীনতা বলছে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলছে, তা কি আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করা নয়? এদের নেতারাই ছাত্রসমাজের মাথাটা খেয়ে রেখেছে। কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি-র মতো লোকের কাছে আর কি বা আশা করা যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চীনে মার্ক্সইজমের কঙ্কালটুকু আছে, কিউবা ধীরে ধীরে আমেরিকার বন্ধু হয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীতেই এরা ব্রাত্য। পড়ে আছে শুধু বহু ভাষাভাষির, বহু জনগোষ্ঠীর দেশ ভারত। ইয়েচুরিরা এখানেই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির (কম্যুনিস্ট মানেই স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন) ভেদনীতিটাকে সুচতুরতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশদ্রোহিতা এদের মজ্জাগত।

শুধু কি ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত ও তাদের বরপুত্র-কন্যা কানাইয়া, উমর খালিদ, নির্ঝর বা অর্পিতা-দের থেকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি। না বন্ধু, এর বীজ প্রোথিত আছে এদেশে কম্যুনিস্টদের জন্মলগ্ন ১৯২৫ থেকেই। বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেছে তারা। স্বাধীনতার মাহেন্দ্রক্ষণে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন, 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। '১৯৬২ সালে চিন ভারত আক্রমণ করলে ভারতের বামপন্থী নেতারা চিনের পক্ষ অবলম্বন করেছে।' চিন ভারত আক্রমণ করলেও তারা যুদ্ধের জন্য ভারতকেই দাবী করেছে (এই মিথ্যাচারও তাদের রক্তে রয়েছে)। বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নাট্যকার অভিনেতা সদর্পে সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান।' এদের বিশ্বাসঘাতকতার আর কত তালিকা তুলে ধরব। এদেরই তো উত্তরসূরী কানাইয়া, নির্ঝর, খালিদরা। তাই জঙ্গিসংগঠনের সদস্য আফজল গুরু এবং মকবুল ভাটকে শহিদ আখ্যা দিয়ে স্মরণসভা করে। আশ্চর্য লাগে এদের মানসিকতা দেখে। তবে সেদিন সংসদভবন রক্ষা করতে যে সাতজন নিরাপত্তারক্ষী প্রাণ দিয়েছেন, তারা কি দেশদ্রোহী? আরে মূর্খের দল, আফজল গুরুর লোকেরা সংসদভবনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তো। তাতে তো বামপন্থী সাংসদেরও মৃত্যু হতে পারত? যদি এমন দুর্ঘটনা ঘটেই যেত তাহলেও কি আফজল গুরু, মকবুল ভাটকে আপনারা শহিদ বলতেন? সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করতে চলেছেন আপনারা। তাই দেশদ্রোহীদের গ্রেফতার করতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ গিয়ে ঠিকই করেছে। সীতারাম ইয়েচুরি যতই বলুক, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ! জরুরি অবস্থা ফিরে এল নাকি?'- তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনার দরকার নেই। দেশের স্বার্থে পুলিশ সব জায়গায় ঢুকতে পারে। একদিন খালিস্তানিদের রুখতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে সৈন্য ঢুকিয়েছিলেন। জেএনইউ নিশ্চয়ই স্বর্ণমন্দিরের চেয়ে পবিত্র স্থান নয়।

কমরেড, তোমাদের কাছে আরও কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই। চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যদি একই রকম বাক্স্বাধীনতার দাবী করতো তো সে দেশের সরকার কী করত? তিয়ানেনমেন স্কোয়ারের কথা ভুলে গেলেন? এখানে তো ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকেছে, ওখানে সেনাবাহিনী ছাত্র ছাত্রীদের বুকের উপর দিয়ে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিল। সেই ছাত্র-ছাত্রীদের বাক্ স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে এখানে কিন্তু আপনাদের গলাবাজি করতে দেখা যায়নি। অথচ সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। চমস্কি আজ ছাত্রদের অধিকার নিয়ে প্রতিবাদী হয়েছেন। সেদিন কেন চুপ ছিলেন? চিন তিব্বতীদের স্বাধীনতা হরণ করে রেখেছে, তিনি চুপ কেন? মসুলে গণহত্যা হল, প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাস্কর নির্বিচারে ধ্বংস করা হল। শিক্ষবিদ হয়েও তিনি প্রতিবাদী হয়ে একটাও কথা বললেন না। শুধু ভারতে ছাত্রদের বাক স্বাধীনতা বিপন্ন এটাই তাঁর চোখে পড়ল। এক স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় ছাড়া আর কী বা বলা যেতে পারে। পরিশেষে বলি, ভারতীয় সংবিধানে বাক্ স্বাধীনতার সঙ্গে তার সীমানাও নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। তাই বাক্ স্বাধীনতার নামে যারা দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুর মতোই ব্যবহার কাম্য। এদেশ আমার, নিজেকে ভারতীয় বলতে গর্ব অনুভব করি। যারা বিদেশী শক্তির দালালি করে দেশকে খন্ড খন্ড করতে (শুধু আজকে কাশ্মীর নয়, মনিপুরের স্বায়ত্তশাসনও তারা দাবি করেছে) উদ্যত, তাদের দিকে স্পষ্টতই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চাই। আপনাদের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তুলবো আমরা। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে কানাইয়ারা। দেশবাসী এদেরকে ক্ষমা করবে না।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

চোরকে মারার ফল

ঢোলা থানায় উত্তেজনা ছড়াল সংখ্যালঘুরা

গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলা থানার অন্তর্গত শিমূলবেড়িয়া গ্রামে এক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল। কিছুদিন ধরে শিমূলবেড়িয়া গ্রামে সরকারি উদ্যোগে একটি জলট্যাঙ্কি বানানোর প্রকল্প চলছে। মূলতঃ মুর্শিদাবাদ থেকে লেবার নিয়ে এসে কন্টাক্টর কাজটি করছেন। কিছুদিন ধরে দড়িকৌচলা থেকে এক ব্যক্তি কাজের সন্ধানে সেখানে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে। কিন্তু কাজ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি শ্রমিকদের মোবাইল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি করে। পরে ফোন করে তাদের দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে জিনিসগুলো ফেরত দেবার কথা বলে। কথামতো শ্রমিকেরা লক্ষ্মীনারায়ণপুরে টাকা নিয়ে গেলে চোরটি একটি গাড়ির নীচে টাকা রাখতে বলে এবং গাড়ির পাশে জ্বালানি কাঠের উপর একটি ব্যাগে তাদের মালপত্তর আছে। তারা গাড়ির তলায় ৭০০ টাকা রাখে। মালপত্তরের ব্যাগ নিয়ে দেখে তাতে মোবাইলগুলো নেই। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এরপর ২২ তারিখ চোরটি শিমূলবেড়িয়া গ্রাম এলাকায় এলে শ্রমিকেরা দেখতে পেয়ে তাকে মারতে থাকে। গ্রামবাসীরাও জড়ো হয়ে চোরটিকে মারতে মারতে গ্রামের মধ্যে একটি মন্দিরের পাশে নিয়ে আসে। ঘটনাচক্রে চোরটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। নাম মফিজুল লস্কর। এই সময় খবর পেয়ে মফিজুলের দাদা আফিদুল লস্কর আশপাশের এলাকা থেকে মুসলমান এসে মফিজুলকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। মোবাইল চুরির ঘটনায় ফাঁসানো হয়েছে বলে সরকারি কন্টাক্টরকে মারধোর করে এবং মাঠে কর্মরত এক হিন্দু চাষীকে ব্যাপক মারধোর করে। তার কান ফাটিয়ে দেয়।

এরপর মুসলমানরা বিভিন্ন এলাকায় ঘোষণা করে দেয় যে হিন্দুরা শিমূলবেড়িয়ার মসজিদ ভেঙে দিয়েছে এবং চোর সন্দেহে এক মুসলিম ভাইকে মেরে দিয়েছে। এই ঘোষণার পর মোড়ে মোড়ে মুসলমানরা জড়ো হতে থাকে। মূলতঃ হিন্দু গ্রামগুলো আক্রমণ করার পরিকল্পনা তাদের ছিল। এছাড়া ঢোলাহাট জুমাই লস্কর হাট অঞ্চলের কৌতলাঠেক মুসলমানরা বেলা ১১ টা থেকে ২টা পর্যন্ত পথ অবরোধ করে। পুলিশ গিয়েও অবরোধ তুলতে পারেনি। শেষে র‍্যাফ নামাবার কথা বললে অবরোধ তুলে নেয়।

মফিজুলের দাদা আফিদুল নস্কর শিমূলবেড়িয়া গ্রামের পাঁচজন হিন্দুর নামে ঢোলা থানায় একটি কেস দায়ের করেছে। ৩৪১, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭, ৩৪৯ আইপিসি ধারা তাদের দেওয়া হয়। বর্তমানে শিমূলবেড়িয়া গ্রাম ও আশেপাশের অঞ্চলে একটা চাপা উত্তেজনা আছে।

মন্দিরে জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ

প্রতিবাদ করায় বাড়িতে আগুন দিল দুষ্কৃতিরা

মন্দিরের জমি কেড়ে নিয়ে রাস্তা তৈরি করতে চেয়েছিল গ্রামবাসীদের একাংশ। প্রয়োজনে মন্দির ভেঙে রাস্তা তৈরি করার হুমকিও দিয়েছিল তারা। স্থানীয় যুবক শুভঙ্কর ঘোষ প্রতিবাদী হয়ে রুখে দাঁড়ায়। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। সম্প্রতি শুভঙ্করবাবু বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শুভঙ্কর ঘোষ ও তার পরিবারকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল কেয়ামত আলি মল্লিক , সিরাজুল মল্লিক, সফিক মল্লিক সহ বেশ কিছু স্থানীয় মানুষের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া থানার আবাদ গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মন্দিরের জমি নিয়ে শুভঙ্করের সঙ্গে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করে মন্দিরের জমি দখল করে তারা রাস্তা তৈরি করতে পারেনি। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কেয়ামত আলিরা। বুধবার (২৪ শে ফেব্রুয়ারী) রাত ১১ টার সময় একদল সশস্ত্র লোক শুভঙ্করবাবুর বাড়ি চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। এরপর জানলা দিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দেখে শুভঙ্করবাবু পরিবার নিয়ে ঘরের বাইরে এসে চিৎকার করতে থাকেন। আশেপাশের প্রতিবেশিরা ছুটে এসে আগুন নেভায়। ততক্ষণে বাড়ির একাংশে জিনিসপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত আক্রান্ত শুভঙ্করবাবু জানান, সকালে হাবড়া থানায় নালিশ করতে যাবার মতো সাহসও তিনি পাচ্ছিলেন না। এমনকি তাকে সাহায্য করতে যারা এসেছিল তারাও ভয়ে লুকিয়ে পড়ে। পরে দুপুরের দিকে দলের কর্মীদের নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করেন এবং তাদের সঙ্গেই বাড়ি ফেরেন। শুভঙ্করবাবুর আরও দাবি, কেয়ামত আলি মল্লিক, সিরাদুল মল্লিক, সফিক মন্ডলরা পুলিশ ও সরকারকেও তোয়াক্কা করেনা। অভিযোগের পরেও তারা পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে, অথচ কোন অজ্ঞাত কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। সবাই দেখেছে কেয়ামত আলিরা বাইরে থেকে লোক এনে মন্দিরের একাংশ ভেঙে রাস্তা তৈরি করছে। প্রতিবাদ করলে হুমকি দিচ্ছে। যার পরিণতিতে শুভঙ্করবাবুর বাড়িতে আগুন দেয় তারা।

গ্রামবাসীরা এতটাই আতঙ্কিত যে বুধবার রাতের ঘটনা নিয়ে কেউ মুখ খুলতেই চাইছে না। জিজ্ঞাসা করলে বলছে, তারা কিছু জানে না। এমনকি রাতে যে সব প্রতিবেশী শুভঙ্করবাবুর ঘরে আগুন নেভাতে এসেছিল তারাও দিনের আলোয় যাতায়াত করতে ভয় পাচ্ছে, মুখে কুলুপ এঁটেছে। গোটা ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে হাবড়া থানা আবাদ গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করেছে। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। গ্রামবাসীদের আতঙ্কের একটা বড় কারণ পুলিশ ক্যাম্পের সামনে দিয়েই কেয়ামত, সিরাজুল ও সফিকরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারদা মায়ের মূর্তির মাথা ভাঙা হল নন্দীগ্রামে

গড় চক্রবেড়িয়ার বঙ্কিমমোড়ে প্রতিবছরের মতো এবছরও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আয়োজনে আগামী ১০ মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ -শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী - স্বামী বিবেকানন্দের পুজো। স্থানীয় বাসিন্দা জগৎ দাসের বাড়িতে তৈরী হচ্ছিল মূর্তিগুলো। পুজোর মাত্র চারদিন আগেই শনিবার (৫ই মার্চ) গভীর রাতে দুষ্কৃতিরা সারদা মায়ের মূর্তি থেকে মাথাটি ভেঙে নিয়ে পালাল। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

খবর পেয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এলাকায় টহলদারি শুরু করেন। এই ঘটনার নিষ্পত্তি চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন সঙ্ঘের সম্পাদক দেবব্রত মহাপাত্র। তিনি আরও বলেন, এই পুজো গত প্রায় ২০ বছর ধরে হচ্ছে। কখনো এই রকম দুর্ভাগ্যজনক বাজে ঘটনা ঘটেনি।

নন্দীগ্রাম থানার তরফে বঙ্কিমমোড় এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

১৮৫৭ পরবর্তী অধ্যায় ঃ হিন্দুর জন্য শিক্ষা

তপন কুমার ঘোষ

১৮৫৭-র বৃটিশ বিরোধী মহাসংগ্রাম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে শেষ হয়ে গেল। ১০-ই মে উত্তরপ্রদেশের মীরাট সেনা ছাউনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনীর মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যরা ২১শে মে দিল্লী গিয়ে নামেমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-কে বিদ্রোহের নেতা ও ভারতসম্রাট রূপে ঘোষণা করল। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে দিল্লীর মুসলমানরা জামা মসজিদের প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে জেহাদ ঘোষণা করল। এলাহাবাদের মৌলভী লিয়াকৎ আলি, লক্ষ্ণৌ-এর নবাব, বিজনোরের মুসলিম শাসক এবং আরও অনেক মুসলিম শাসক, মৌলভী, ইমামরা হিন্দুস্থানকে দারুল হারব থেকে আবার দারুল ইসলামে পরিণত করতে পবিত্র জেহাদ ঘোষণা করলেন। এই জেহাদের পরিণাম অনেক জায়গায় হিন্দুর উপরও পড়ল। বিজনোরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লেগে গেল। সেখানে হিন্দু ছিল মুসলমানদের দ্বিগুণ। ফলে মুসলমানরা হিন্দুর কাছে পরাজিত হল। সেখানে বৃটিশ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

তারপর সব জায়গায় বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটতে লাগল। মনে রাখতে হবে, বৃটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে শক্তিশালী শিখ রেজিমেন্ট বৃটিশের সম্পূর্ণ অনুগত ছিল। সেটাই তো স্বাভাবিক। কারণ, তাদের গুরুদের নির্মম হত্যাকারী ঔরঙ্গজেবের বংশধরকে পুনরায় বাদশা করতে ইসলামিক জেহাদে শিখরা কি করে অংশগহণ করবে? তাদের নবম গুরু তেগবাহাদুরের হত্যাকারী ঔরঙ্গজেব। তাদের দশমগুরু গোবিন্দ সিং-এর চার পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে মুসলিমরা। তার মধ্যে দুই ছোট ছেলে ফতে সিং ও জোড়াবর সিং কে দেওয়ালে জীবন্ত গেঁথে দিয়েছে পাঞ্জাবের শিরহিন্দের মুসলিম নবাব। শিখ যোদ্ধারা যারা মুসলমানের হাতে বন্দী হয়েছিল, তাদেরকে ফুটন্ত তেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে, তুলো জড়িয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, মাথা থেকে গোটা শরীর করাত দিয়ে চিরে দিয়েছে, বন্দা বৈরাগীর দেহ থেকে গরম সাঁড়াশি দিয়ে মাংস টেনে টেনে ছিঁড়ে হত্যা করেছে মুসলিম শাসকেরা। তাই মুসলমানদের জেহাদে তাদের মোগল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াইতে শিখরা অংশগ্রহণ করতে পারে না।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বা মহাজেহাদ অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তার পরের চিত্রটা দেখা যাক। 'দিল্লীর অবস্থা আরও শোচনীয়। বিদ্রোহ দমনের পর বাহাদুর শাহকে নির্বাসিত করা হল বর্মায়। তাঁর দুই পুত্রকে ফাঁসি দেওয়া হল তাঁরই সামনে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে সাদা মানুষদের হত্যা করার প্রতিশোধ নেওয়া হল সমান নির্মমভাবে। দিল্লীর জনগণের এক বিশাল অংশকে তাড়িয়ে দেওয়া হল শহর থেকে। লালকেল্লা থেকে জামা মসজিদ পর্যন্ত এলাকায় বাস করতো অসংখ্য মুসলিম অভিজাত। তাদের বাসগৃহ নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিয়ে অঞ্চলটাকে পরিণত করা হল চাষের মাঠে। কিছু কিছু রক্তোন্মাদ বৃটিশ অফিসার অপরাধীদের বিচারের ভার তুলে নিলেন নিজেদের হাতেই। নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলেন সন্দেহভাজনদের। বিশেষ কমিশনের অধীনে বিচার হল তিন হাজার তিনশো ছ জনের। তাদের মধ্যে দুহাজার পঁচিশ জনের কয়েদ হল। ফাঁসিতে ঝোলানো হল তিনশো বিরানব্বই জনকে। প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হলেন বহু মানুষ, যাঁরা বিদ্রোহের সঙ্গে কোনক্রমেই জড়িত ছিলেন না।

'দিল্লীর ধূলা মুসলমানদের রক্ত চায়', গালিবের কলম থেকে আর্তনাদ ঝরে পড়ল। গালিব বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। কিন্তু বিদ্রোহোত্তর দিল্লীর মর্মন্তুদ অবস্থা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তিনি লিখেছেন, আমার সামনে রক্তের বিশাল সমুদ্র, আল্লাহ্ জানেন আমাকে আরও কী দেখতে হবে।' (সূত্র ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, একটি রাজনৈতিক জীবনী। লেখক-রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়)

উত্তরপ্রদেশের আরও বহুস্থানে ইংরাজরা বিদ্রোহীদেরকে এইরকমই নির্মমভাবে দমন করল। আর এই দমনে যারা বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলনা সেরকম বহু সাধারণ ও প্রভাবশালী মুসলমানকে হত্যা করা হল। গোটা উত্তর ভারতে মুসলমানের জেহাদের আকাঙ্খাকে গুঁড়িয়ে দিল ইংরাজরা। এই অবস্থায় ইংরাজ ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরকম হতে পারে-বোঝা খুব কঠিন কি? তাদের উভয়ের মানসিকতা পরস্পরের প্রতি কেমন ছিল-বুঝতে নিশ্চয় অসুবিধা হয় না। চরম বিদ্বেষ, চরম শত্রুতাপূর্ণ।

১৮৫৭-র আগের ১০০ বছরের চিত্রটা কিরকম ছিল? ১৭৫৭-য় পলাশির যুদ্ধে ইংরাজরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাস্ত করে ক্ষমতা দখল করেছিল। সেই যুদ্ধে তো শক্তির পরীক্ষা হয়নি। সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর বেইমানি করে ইংরাজের দিকে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার, সিরাজের হিন্দু সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল কিন্তু বেইমানি করেননি। যাই হোক, ইংরাজ বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে ক্ষমতা দখল করায় মুসলমানের মনে প্রচন্ড ক্ষোভ ছিল যে অন্যায়ভাবে বৃটিশরা তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তার ফলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই একশ বছরে হিন্দুরা এগিয়ে গেল ইংরাজের কাছাকাছি। তারা ইংরাজের চাকরিতে যোগ দিয়ে বৃটিশ শাসনকে সাহায্য করতে লাগল। আর সাধারণ হিন্দুরা মুসলিম শাসনের অত্যাচার থেকে বেশ কিছুটা মুক্তি পেল। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে তখন ভারতে ইংল্যান্ডের সরকারের শাসন চলত না। তখন চলত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক বাণিজ্যিক সংস্থার শাসন ও শোষণ। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও অনেক জায়গায় অনেক অত্যাচার করেছে (নীলকর সাহেবদের অত্যাচার)। কিন্তু তাও মুসলিম শাসনের অত্যাচার ছিল আরও ভয়ংকর ও নিকৃষ্ট।

সুতরাং ১৭৫৭-১৮৫৭ এই একশো বছরে ইংরাজের সঙ্গে মুসলমানের দুরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং হিন্দুরা ইংরাজের অনেক কাছাকাছি এসেছিল। বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার লাভ হিন্দুরা পুরো মাত্রায় উঠিয়ে আর্থিক উন্নতির দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, আর মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্জন করে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল। এই মাত্র একশো বছরেই ভারতের সর্বত্র মুসলমানরা অশিক্ষা ও দারিদ্রের গহ্বরে ডুবে গেল, যারা তার আগে দীর্ঘ সাতশো বছর ভারতে রাজত্ব করেছে, অসম্ভব মাত্রায় শোষণ করেছে এবং হিন্দুর বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। এর থেকেই বোঝা যায় এই জাতিটার অন্তর্নিহিত শক্তি বা আত্মশক্তি কত কম। এটা ঐ জাতির মানুষগুলোর দোষ নয়। ওদের ধর্ম এবং ধর্মীয় আচার আচরণ ওদেরকে সবসময়ে অনগ্রসর করে রাখে। এমনকি আজকের মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। বহু দেশে মাটির নীচে তরল সোনা অর্থাৎ পেট্রল আছে। কি বিপুল সম্পদ! কিন্তু ওরা সুখে থাকবে না। ওদের আল্লা যেন ওদেরকে সুখে থাকতে নিষেধ করেছে। তাই মাটির নীচে তরল সোনা, আর মাটির উপরে ওরা রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। নিজেদেরই রক্ত।

১৭৫৭-১৮৫৭ অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও দারিদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর ওদের ক্ষোভ জেহাদি মহাবিদ্রোহ রূপে বিস্ফোরণ হল। ইংরেজরা প্রথমে ওদের নৃশংসতার শিকার হল। তারপর সমান নৃশংসতা দিয়ে ওদের জেহাদকে দমন করল। ওদের ঘুরে দাঁড়ানোর সমস্ত আশা ও সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে গেল। সেই সময়ে একজন ব্যক্তি ওদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন যার জন্য গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসটাই পাল্টে গেল। তাঁর নাম স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)।

কী ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর বিশেষ অবদান? তিনি তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা ভারতের মুসলমানদের দুর্দশার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর দূরদৃষ্টির দ্বারা মুসলিমদেরকে সেই গাড্ডা থেকে টেনে তোলার পথ দেখিয়েছিলেন। সাধারণ ভাবে দেখলে সেই পথ হচ্ছে মুসলিমদেরকে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে আহ্বান জানানো এবং তার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করা। সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরের বছরই ১৮৫৮ সালে তিনি উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে ইংরাজী শিক্ষার স্কুল চালু করেন, ১৮৭৭ সালে আলিগড়ে 'মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করেন। এই আলিগড় কলেজ থেকেই মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের কাছাকাছি আসা শুরু। এর অনেক পরে ওনার মৃত্যুর পর ১৯২০ সালে এই কলেজ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা হল উপরের দেখা। আমি দেখি এর ভিতরের জিনিসটা। সেইসময়ে ভারতে প্রশাসনের কাজকর্ম চলত ফার্সি ভাষাতে যা মুসলমানের নিজস্ব ধর্মীয় ভাষা নয়। সেই ভাষাকে মুসলিমরা রাজভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে ইংরাজী হল রাজভাষা। স্যার সৈয়দ আহমেদের আহ্বানে সেটাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করল মুসলিমরা। একটা অমুসলিম ভাষা থেকে আর একটা অমুসলিম ভাষায় যাওয়ার মধ্যে কোন গভীর তাৎপর্য নেই। স্যার সৈয়দ আহমেদ তাঁর বিশাল দূরদৃষ্টি দিয়ে যে কাজটি করেছিলেন তা হল চরম শত্রু ইংরেজকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে মুসলিম সমাজকে মোটিভেট করা। আমি এটাকে অনুপ্রাণিত করা বলব না। এটা কোন অনুপ্রেরণা নয়, এটা একটা মোটিভেশন। অর্থাৎ স্ট্যাটেজি বা কৌশল।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্ত)

দুষ্কৃতিদের মারে মৃত বাইক আরোহী

চরম অমানবিকতার পরিচয় দিল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার অন্তর্গত খোচাবাড়ি অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। ভোরল রায় (৪০বছর) নামক এক ব্যক্তির বাইকে ধাক্কা লাগে একটি মুসলিম ছেলের। প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিজের বাইকে বসিয়ে ভোরল রায় ছেলেটিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিতে যায়। আর সেটাই হল তার কাল। এক্রামূল হক-এর নেতৃত্বে ছেলেটির পরিবার ও প্রতিবেশীরা ভোরলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেধড়ক মারধোর করা হয় তাকে। গুরুতর আহত ভোরল রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে তার মৃত্যু হয়।

গত ১৯ শে জানুয়ারী আনুমানিক সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ভোরল রায় ক্যাকটারী অঞ্চল দিয়ে তার মোটর বাইক চালিয়ে আসছিলেন। সেই সময় তার বাইকের সামনে একটি মুসলিম ছেলে এসে গেলে ভোরল রায় ব্রেক কষেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তবে ছেলেটির আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না। প্রাথমিক চিকিৎসা ভোরলবাবু নিজের পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ছেলেটিকে নিজের বাইকে বসিয়ে বাড়ি পৌঁছাতে যান। সেখানে পৌঁছালে ছেলেটির মুখে সব শুনে তার পরিবার ও প্রতিবেশীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ভোরলবাবুকে মারতে শুরু করে। আক্রামূল হক, মনসুর আলী, আব্দুল জব্বার, জাহাঙ্গীর আলম, শের আলী, আজাদ আলী, নসিবুল হক, সামসুদ্দিন, সমীর আখতার সহ আরও অনেকে লাঠি, রড, বন্দুকের বাঁট দিয়ে এলোপাথারী ভোরলবাবুকে মারতে থাকে। প্রচন্ড মারে তার বুকের পাঁজর, শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। টাকাপয়সা সহ তার মোটর সাইকেলটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যা পরে আক্রামূল হকের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে চোপড়া থানার পুলিশ।

গুরুতর আহত ভোরল রায়কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে কলকাতার পি.জি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে গত ২৭ শে জানুয়ারী ভোরলবাবু মারা যান। ভোরলবাবুর স্ত্রী সুনীতা রায় উপরিউক্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় একটি কেস্ দায়ের করেছেন। সুনীতা দেবী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, এখন দেখার দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কি পদক্ষেপ নেয়।

মসজিদ থেকে জেহাদিদের সাবাশি

দেশের লড়াই-এ দেশবিরোধীদের সমর্থন কাশ্মীরে

জম্মু কাশ্মীরের পাম্পোর এলাকায় ইডিআই (এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট) তে ঢুকে পরেছিল জঙ্গিরা। খবর পেয়ে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে ভারতীয় সেনা। তারপর শুরু হয় গুলির লড়াই। তিনদিন ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যখন আত্মঘাতী জঙ্গিদের সঙ্গে সেনারা মরণপণ লড়াই করছে, তখন আশেপাশের মসজিদগুলো থেকে মাইকে হামলাকারী আত্মঘাতী জঙ্গিদের সাবাশি দেওয়া হয়। জেহাদিদের এই লড়াইকে সমর্থন জানানো হয় মসজিদগুলো থেকে। তিনদিনের এই লড়াইয়ে জঙ্গিদের নিকেশ করলেও তিনজন বীর জওয়ান এই লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন। বিস্ময়কর এমনই ঘটনা ঘটেছে গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী জম্মু-কাশ্মীরের পাম্পোরে।

পাম্পোরের আশপাশের ফেরেস্তাবল, দ্রাঙ্গবল, কাদলাবল এবং সাম্পোরার একাধিক মসজিদ থেকে মাইকে জেহাদিদের উৎসাহ দিতে থাকে। 'জাগো, ভোর হয়ে গেছে' এমন কি 'পাকিস্তানের জয়'-এর মতো স্লোগান মসজিদগুলো থেকে ভেসে আসে। জেহাদিদেরকে আমরণ লড়াইয়ের উৎসাহ দিতে থাকে মসজিদগুলো। জেহাদের মাধ্যমেই আজাদ কাশ্মীর গড়ে তুলতে হবে বলে আহ্বান জানানো হয়।

সংঘর্ষস্থল ইডিআই-এর সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী পার হয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা জেহাদিদের মোকাবিলা করতে গেলে স্থানীয় শতাধিক যুবক তাদের পথ আটকায়। নদী অতিক্রম করে জঙ্গি বিরোধী অভিযান থেকে সেনাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে তারা। এক সময় যুবকেরা দেশবিরোধী স্লোগান দিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের হটাতে নিরাপত্তা রক্ষীরা কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। যুবকেরাও নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে পাথর ছুঁড়ে তাদের আটকাতে চেষ্টা করে। এতে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। এই সময়ই দেশ বিরোধী স্লোগান আসতে থাকে মসজিদগুলো থেকে। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও মাইক বন্ধ করতে মসজিদে ঢুকতে পারেনি।

কালিয়াচকের পর বীরভূমের ইলামবাজার

মুসলমানদের তান্ডব, থানা ভাঙচুর

সোশ্যাল সাইটে পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে ইলামবাজার থানার পুলিশ গত ১লা মার্চ, মঙ্গলবার, দুপুরবেলায় এক যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম সুজন কুমার মুখোপাধ্যায়। অনেকেই বলেন ধৃত সুজন কুমার মুখোপাধ্যায় (পিতা-প্রভাত মুখোপাধ্যায়) মানসিক ভারসাম্যহীন। সুজনের পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে ঘুরিষা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় তিনশ লোক জমায়েত হয়। ইলামবাজার ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সেখ জাফরুল বিষয়টি হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে এবং তাদেরকে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেয়। আনুমানিক দুপুর ৩টা নাগাদ উত্তেজিত জনতা ইলামবাজার থানায় পৌঁছায়। পুলিশ সুজনকে গ্রেফতার করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং শান্ত ভাবে সবাইকে বাড়ি চলে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু মুসলমানরা থানার থেকে সোজা সুজনের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও লুঠপাট করে। আবার কয়েকশো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পানাগড় মোরগ্রাম ৬০ নং জাতীয় সড়ক সাড়ে তিনঘন্টা অবরোধের পাশাপাশি সুজনকে তাদের দেওয়ার দাবীতে থানা আক্রমণ করে। থানায় ঢুকে ভাঙচুর করে। থানার গেট ভেঙে ফেলে। দুটো পুলিশের জিপ এবং তিনটি বাসেও ভাঙচুর চালানো হয়। থানার পাশে বোমাবাজী চলতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জের পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাসও ছোঁড়ে এবং কয়েক রাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে। এরপরে ওই উন্মত্ত জনতা আবার ইলামবাজার দুবরাজপুর রোডের উপরে হামলা করে। এমনকি অগ্নি সংযোগ করে। মুসলমানদের তান্ডব এতটাই বাড়াবাড়ি পর্যায় গিয়েছিল যে প্রশাসনের তরফ থেকে র‍্যাফ নামানো হয়। বিকেলবেলায় ইলামবাজারের বিভিন্ন সংখ্যালঘু এলাকা থেকে র‍্যাফকে লক্ষ্য করে ইট পাথরের সাথে বোমা-গুলি ছোঁড়া শুরু হলে র‍্যাফ-এর তরফ থেকেও পাল্টা গুলি চালানো হয়। ভগবতপুর বাজারের বাসিন্দা, পেশায় ভ্যানরিক্সা চালক শেখ রেজাউল নামে এক ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় হিন্দুরা প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করলেও যে কোন বৃহত্তর ঘটনার আশঙ্কায় রীতিমত সন্ত্রস্ত। এই ঘটনাকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য যেভাবে এলাকার বিভিন্ন মসজিদের মাইক থেকে প্ররোচনামূলক কথাবার্তা বলে মুসলমানদের আহ্বান করা হয়েছে, তাতে এর পিছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছে এলাকার শান্তিকামী মানুষ।

ইলামবাজারের ঘুষিড়া গ্রামের কলেজ ছাত্র সুজন মুখার্জী ফেসবুকে লেখার মাধ্যমে ইসলামের অবমাননা করেছে বলে সে আজকে জেলে। মুসলমানরা ইলামবাজার মোড় অবরোধ করেছে। থানা ঘেরাও করেছে, ভাঙচুর করেছে ও অগ্নি সংযোগের ও খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে বামপন্থীরা ৭৫ শতাংশ হিন্দুর এই কলকাতার বুকে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করে মা দুর্গাকে বেশ্যা বলে চলেছে। প্রশাসন নীরব। হিন্দুদের মধ্যেও এতবড় ধর্মীয় অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। শুধুমাত্র হিন্দু সংহতির বামপন্থীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। প্রয়োজনে রাস্তায় নেবে এর মোকাবিলা করা হবে বলে সংহতির পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

মন্দিরে চুরি ঃ দুষ্কৃতিরা অধরা

দুই বছরের মধ্যে উপর্যুপরি চারবার চুরি হল মন্দিরে। এর আগের চুরির কিনারা পুলিশ সঠিকভাবে করতে পারেনি। উদ্ধার হয়নি চুরির মালপত্তর। এবারও পুলিশ অন্ধকারে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গার হামাদামা কালীমন্দিরে। স্বভাবতই এলাকায় মানুষ এই চুরির ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে মন্দিরের পিছনের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সোনা-রূপার গহনা, বাসনপত্র ও নগদ টাকা নিয়ে পালায় দুষ্কৃতিরা। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় মানুষ ফুল তুলতে এসে দেখেন মন্দিরের দরজা ভাঙা। খবর দেওয়া হয় আমডাঙা থানার পুলিশ ও মন্দিরের পুরোহিতকে। তারা এসে দেখেন মন্দিরের পিছনের লোহার জানালা ভেঙে কালীমার ৪৫ ভরি রূপা, দেড় ভরি সোনা এবং লকার ভেঙে নতুন শাড়ি ও পিতলের বাসন চুরি করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা। প্রণামীর বাক্স ভেঙে আনুমানিক দুই হাজার টাকাও নিয়ে গেছে। মন্দিরের পুরোহিত গণেশ ভট্টাচার্য বলেন, কয়েক বছরে চারবার চুরি হল মন্দিরে। অথচ পুলিশ চুরি আটকাবার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, এর আগে চুরির ঘটনায় রাস্তা অবরোধ করেছিল। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছিল চোরকে গ্রেফতার করে চুরির মাল উদ্ধার করবে। কিন্তু চুরির ঘটনায় জড়িতরা গ্রেফতার হলেও চুরির অর্থ উদ্ধার হয়নি। এবার চুরির পর এলাকার সাধারণ মানুষ দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে। অবশেষে আমডাঙা থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে চোরেদের ধরার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। আমডাঙা থানার এক অফিসার জানান, গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে হামাদামা কালীমন্দিরের চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এবারও দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করে চুরির মাল উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেয় পুলিশ। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুষ্কৃতিরা অধরাই রয়ে গেছে। জানিনা আদৌ এর কিনারা হবে কিনা।

শ্রীনগরে দেশ বিরোধীদের শক্তি প্রদর্শন

জেএনইউ-তে দেশ বিরোধী স্লোগান ওঠার পর তার আঁচ গিয়ে পড়ল কাশ্মীর উপত্যকায়। জেএনইউ-এর ছাত্রদের ধন্যবাদ দিয়ে ব্যানার হাতে শ্রীনগরের পথে নেমেছে প্রতিবাদী যুবকেরা। মুখে তাদের আজাদ কাশ্মীর ও আফজল গুরুর স্বপক্ষে স্লোগান। শ্রীনগরের যুবকেরা একধাপ এগিয়ে পাকিস্তান ও ইসলামিক স্টেটের পতাকা ওড়াল ভারতের মাটিতে। তারা ভারতীয় সংবিধানকে অস্বীকার করে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে তুলে ধরে এবং পাকিস্তানের নামে জয়ধ্বনি করতে থাকে। নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিলে তাদের সাথে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের লক্ষ্য করে তারা ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। ১৯ শে ফেব্রুয়ারীর এই ঘটনায় শান্ত শ্রীনগরে আবার উত্তেজনার আগুন ছড়ালো।

১৯ তারিখ সকালে শ্রীনগরের জামা মসজিদের কাছে একদল যুবক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখাতে থাকে। তাদের হাতের ব্যানারে লেখা ছিল 'ধন্যবাদ জেএনইউ', 'আফজল আমাদের নায়ক'। তাদের হাতে পাকিস্তান ও আইএস-এর পতাকা ছিল। নিরাপত্তারক্ষীরা তাদেরকে বাধা দেয়। ক্ষিপ্ত যুবকের দল নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে তেড়ে এলে নিরাপত্তা রক্ষীরাও উত্তেজিত যুবকদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে। উভয়ের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দিতে গেলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। নিরাপত্তারক্ষীদের তারা ইট-পাথর নিয়ে আক্রমণ করে। মুখে তাদের আফজল গুরুর পক্ষে স্লোগান। প্রায় ২০০ জন যুবক এই প্রতিবাদী মিছিলে যোগ দেয়।

রাতের অন্ধকারে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা শহরতলীতে

রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এক গৃহবধূর মুখে কাপড় চেপে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তার শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। রাজারহাট থানার শিখরপুর এলাকার এই কান্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম হাবু মোল্লা। মহিলার পরিবার পুলিশে ধর্ষণের অভিযোগ করলেও শাসক দলের সক্রিয় কর্মী হওয়ায় পুলিশ হাবু মোল্লাকে গ্রেফতার করছেনা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজারহাট থানার পুলিশ বলেছে, হাবু মোল্লার বিরুদ্ধে তারা জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রজ্জু করেছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শিখরপুর এলাকার এক গৃহবধূ প্রাকৃতিক কর্ম সারতে বাইরে গেলে হাবু মোল্লা তাঁর মুখে কাপড় চেপে ধরে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। মহিলা বাধা দিলে তার কাপড় ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে হাবু। সেই সময়ে মহিলার চিৎকারে আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এসে হাবুকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। এলাকাবাসী বেধড়ক মারধোর করে তাকে। কিন্তু শাসক দলের সক্রিয় কর্মী বলে হাবু মোল্লাকে পুলিশে দেওয়ার আগেই তার পরিবার ও তৃণমূলের কর্মীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মহিলার ভাইয়ের অভিযোগ, পুলিশে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করলেও তাদের গড়িমসিতেই অপরাধী পালাতে সক্ষম হয়। যদিও পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আইএসের চর সন্দেহে সীমান্ত থেকে গ্রেফতার দুই বাংলাদেশী

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মহদিপুর এলাকা থেকে সিআইডি দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের আইএসআই চর বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে সিআইডি। ধৃতদের নাম আনারুল শেখ ও ইমদাদুল শেখ। এদের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ থানা এলাকায়। ঐ দিন ধৃতদের আদালাতে তোলা হলে বিচারপতি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মালদা জেলার মহদিপুর এলাকা দিয়ে প্রবেশ করেছে দুই পাক চর, গোপন সূত্রে খরব পেয়ে সিআইডি আগে থেকেই ওঁত পেতে ছিল। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ দুষ্কৃতিরা মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে মালদা দিয়ে আসছিল। তখন সিআইডি তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের তল্লাশি করে বেশ কিছু নথি পাওয়া গেছে। সিআইডি সূত্রে জানা গেছে এর আগেও ধৃতরা ভারতে আসে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছবি তুলে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাকে পাঠাতো তারা। দীর্ঘদিন ধরে তাদের খুঁজছিল সিআইডি। অবশেষে বুধবার মাঝরাতে বেশ ফাঁদ পেতেই তাদের আটক করা হয়। ধৃতরা জালটাকার ব্যবসা করত বলেও জানা গেছে। তারা বৈধ পাসপোর্ট নিয়েই ভারতে আসত এবং মহারাষ্ট্র, আমেদাবাদ, দিল্লি, বিহার ,কাশ্মীরসহ একাধিক জায়গায় গিয়েছিল। তবে সিআইডি ধৃতদের সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমকে বিশেষ কিছু জানাতে চায়নি।

১ম পাতার শেষাংশ

হিন্দু সংহতির বিশাল সমাবেশ

মিলিয়ে বলেন, দাদরি কান্ড হল। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু কালিয়াচকে এত বড় আক্রমণ হল, সেই খবর প্রকাশ করতে ভয় পেল সংবাদ মাধ্যম। তিনি বলেন, হিংসাকে অহিংসা দিয়ে মোকাবিলা করা যায়না। সেটা নুপংসতা। আমি হিংসা করতে বলছি না। কিন্তু হিন্দুদের এমন শক্তি সংগ্রহ করতে হবে, যাতে তাদের আক্রমণ করতে এলে আক্রমণকারীরা ভয় পায়। রবি জোতজী সংহতি কর্মীদের এক শপথ বাক্য পাঠ করান— ''আজ থেকে আমরা, হিন্দু সংহতির কর্মীরা হিন্দু সমাজ রক্ষায় নিবেদিত হলাম। হিন্দু ধর্ম রক্ষায়, হিন্দু মা-বোনের ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষায় ও বাংলার মাটি বাঁচাতে আমরা লড়াই করব। ভয়কে জয় করলেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। তাতে যদি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাতেও আমরা পিছুপা হব না।'' তার কথা হিন্দু সংহতি কর্মীদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

হিন্দু সংহতির সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, ''দেশভাগের পর আজও ভারতের মাটিতে পাকিস্তান বীজ রয়েছে। তাই জেএনইউ-তে রাষ্ট্র বিরোধী স্লোগান, আফজল গুরু অমর রহে, আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান উঠেছে। ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মদত দিচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, হিন্দুদের নিরাপত্তা নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে নইলে বাংলার মাটিকে জেহাদী আগ্রাসন থেকে বাঁচানো যাবে না।'' সুদূর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর থেকে আগত শ্রী বালা গুরু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের একত্রিত হতে বলেন।

তারকেশ্বরে মন্দিরে হামলার ছক

ধৃত আসিফ আহমেদের আইএস যোগ

তারকেশ্বর মন্দিরে নাশকতার ছক কষেছিল আইএস। কাঁকসায় ধৃত আসিফ আহমেদকে জেরা করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য বাইরে বেরিয়ে এল।

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) সূত্রের খবর, সিরিয়ায় আইএস জঙ্গি ঘাঁটির সঙ্গে আসিফ আহমেদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আইএসের সঙ্গে জোট বেঁধে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ তারকেশ্বর মন্দিরেও নাশকতার ছক কষেছিল কাঁকসার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র আফিস আহমেদ। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই বর্ধমান থেকে সিরিয়ার আইএস ঘাঁটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আসিফের। তারকেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ পথের নকশা আসিফ সিরিয়ার আইএস সদস্য জারিকে পাঠিয়েছিল বলে এনআইএ-র দাবী। জারির সঙ্গে দেখাও করেছিল আসিফ। জারির তরফ থেকে একটি মোবাইল ফোনও তাকে দেওয়া হয়। সেই মোবাইল ফোনটি তার ধনেখালির বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে তদন্তকারী অফিসাররা। সূত্রের আরও খবর আসিফ শুধু জারির সাথেই নয়, সিরিয়ার আইএসের সেকেন্ড কম্যান্ড ওরফে সুফি আরমানের সঙ্গেও তার ভালো যোগাযোগ ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র আসিফ আহমেদ, হুগলির ধনেখালি থানার খামারডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। আইএসের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কাঁকসার গোপালপুর থেকে তাকে আটক করে এনআইএ। তারপর কলকাতায় নিয়ে এসে গত ২৪ ই ফেব্রুয়ারী শনিবার থেকে দফায় দফায় জেরা করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররা। তার কাছ থেকে এই মন্দিরের ম্যাপসহ নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। এনআইএ আধিকারিকরা নিশ্চিত, এই সংক্রান্ত তথ্য ইতিমধ্যেই আইএসের ভারতীয় শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেহাদিদের হাতে গিয়েছে। তাদের নির্দেশমতোই নাশকতার এই পরিকল্পনার ব্লু প্রিন্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় আসিফ কে। মন্দিরের ঢোকা বেরানোর রাস্তা থেকে শুরু করে ভিতরের যাবতীয় খুঁটিনাটি ওই নকশায় রয়েছে। এছাড়া এ রাজ্যে আইএসের জন্য জমি খোঁজার কাজ শুরু হয়। পাশাপাশি আইএসের প্রতি সহানুভূতিশীল যুবকদের পরমাণু কেন্দ্র, পুলিশসহ বিভিন্ন জায়গায় চাকরিতে ঢোকানোর পরিকল্পনা ছিল। যাতে নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাদের হাতে আসে। তবে তার আগে ছাত্রদের মধ্যে আইএসের ভাবধারা প্রচারের জন্য অফিস এবং তার তিন সহযোগী বিভিন্ন জায়গায় প্রচার শুরু করে। তারা ওয়েবসাইটে একটি আলাদা পেজ তৈরির পরিকল্পনা করেছিল। লক্ষ্য ছিল, তার মাধ্যমেই ছড়িয়ে দেওয়া হবে আইএস মতাদর্শ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সভায় যাওয়ার পথে আক্রান্ত হিন্দু সংহতির কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রবিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির সমাবেশে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হলবেশ কয়েকজন সংহতি কর্মী। তাদের মারধোর করার অভিযোগ উঠল সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ৬নং জাতীয় সড়কে উলুবেড়িয়া থানার খলিশালী বেলতলায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ তাঁর কর্মী সমর্থকদের উপর এই ন্যক্কারজনক আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর নির্দেশে তৎক্ষণাৎ হাওড়া জেলার পুলিশকে এই ব্যাপারে অবহিত করা হয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ঐদিন সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থেকে ৬৫ জনের হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকদের একটি দল বাসে করে কলকাতার ধর্মতলার সভায় যোগ দিতে আসছিলেন। অভিযোগ উলুবেড়িয়া বেলতলার কাছে বাসটি এলে সংখ্যালঘুরা ইট লাঠি রড নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। তারা বাসের মধ্যে ঢুকেও মারধোর শুরু করে। ৫ জন আহত হয়। অতর্কিত এই আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন বাস থেকে নেমে পালিয়ে পাশের গ্রামে আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এসডিপিও সুনীল সিকদার বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। র‍্যাফও নামানো হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে সংহতি কর্মীদেরকে বাসে তুলে সভাস্থলের দিকে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়।

সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সংহতি কর্মীরা সভাস্থলে এসে পৌঁছায়। পাঁচজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হয়। হিন্দু সংহতির উপদেষ্টা প্রসূন মৈত্র হাওড়ার পুলিশ আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন। হিন্দু সংহতির সভাপতি এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি সভাশেষে তার কর্মীদের শান্তিতে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে বলেন। উল্লেখ্য, সভা শেষে সেই একই এলাকায় আবার সংহতি কর্মীদের আক্রমণ করা হয়। এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

১৮ কেজি শক্তিশালী বিস্ফোরক উদ্ধার ঃ ধৃত দুই

১৮ কেজি শক্তিশালী বিস্ফোরকসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো মুর্শিদাবাদের সূতি থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন বাদিউল ইসলাম ও মুন্না সেখ। এদের মধ্যে বাদিউল পিংলা কান্ডেও অভিযুক্ত। ধৃত দুইজনই সূতি অঞ্চলের বাসিন্দা।

সূত্র থেকে জানা যায়, বারুদ পাচারকারী হিসাবে বাদিউল ইসলামের উপর নজর রাখছিল সূতি থানার পুলিশ। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সূতি থানার পুলিশ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদের বারুইপাড়া হানা দেয়। বাদিউল ও মুন্না ১৮ কেজি শক্তিশালী বিস্ফোরক নিয়ে এলে পুলিশের পাতা জালে আটকে পড়ে। তাদের বাড়ি সূতি অঞ্চলেরই নতুন চাঁদরা গ্রাম ও বরোজ পাড়া।

উল্লেখ্য, ২০১৫-র পিংলায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে যে ১২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত সুরজ সেখের সম্পর্কে শালা হলেন বাদাউল ইসলাম। স্বদেশ সংহতির পাতায় এর আগে উল্লেখ করা হয় পিংলার ঘটনা সাধারণ বিস্ফোরণ নয়। সেখানে নাশকতামূলক বিস্ফোরকও মজুত ছিল। এবারে শক্তিশালী বিস্ফোরক নিয়ে বাদাউলের গ্রেফতার সেই সত্যতাই প্রমাণ করলো।

মঙ্গলবার ধৃতদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। ধৃতরা কার কাছ থেকে এই বিশাল পরিমাণে বারুদ পেলেন এবং কোথায় কোথায় কাদের মাধ্যমে তা পাচার করা হত তা খতিয়ে দেখতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। এদের জঙ্গী যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানানো হয়।

জলসাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল, মারপিট রানাঘাটে

নদিয়ার রানাঘাট থানার আনুলিয়ার মাজদিয়ায় এক জলসাকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড মারপিট, গন্ডোগোল হয়। ঘটনার সূত্রপাত হয় ১লা মার্চ (মঙ্গলবার) রাতে। জলসা চলাকালীন ওখানকার এক যুবক একটি মেয়েকে উত্যক্ত করছিল। তখন কর্মকর্তা মিলন ঘোষ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। তখন যুবকটি এলাকার মস্তান এলাহি শেখকে ডেকে আনে। তারপর এলাহির নেতৃত্বে দুষ্কৃতিরা লাঠি, রড নিয়ে জলসায় হামলা চালায়। এমনকি তারা গুলিও চালায়। হিন্দুরা সমবেতভাবে প্রতিরোধ করে। এই হামলায় ৮ জন হিন্দু আহত হন। গুরুতর ভাবে আহত ২ জনকে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে ও ২ জনকে কল্যাণীর জে.এল নেহরু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে। রানাঘাট থানার আইসি দেবাঞ্জয় সেন জানান, এলাহি সহ ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের রানাঘাট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রামপ্রসাদ ঘোষ জানান, এলাহির দলবল একতরফাভাবে হামলা চালালেও পুলিশ হিন্দুদেরও কেন গ্রেফতার করছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

তিন ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার ভরতপুরে

৮ই মার্চ, মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার বিন্দাপুর গ্রাম থেকে তিন ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সাথে বোমা তৈরির মশলা ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এই বোমা বাঁধতে গিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়। তাদের নাম মিনার শেখ (৩৬), বছির শেখ (৩০) ও সাদ্দাম শেখ (৩২)।

গত ১লা মার্চ মনোয়ার শেখ ও সায়ের আলি এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি হয়। ঘটনায় আহত হয় সানাই নামে এক গৃহবধূ। সেইদিনও এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও ঘটনার এক সপ্তাহ কাটতেই ফের একই অবস্থা দেখা গেল ঐ গ্রামে। গ্রামবাসীরা বলেন, যে তিন ব্যক্তি মারা গেছে তাদের বাড়ি তল্লাশি করলে আরও তাজা বোমা উদ্ধার হবে।

ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ দুজনকে আটক করেছে। বড়ঞার গ্রামশ্যালিকার বাসিন্দা সামজেদ শেখ ও ভরতপুরের সরডাঙার আজিজ মল্লিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

দীর্ঘ লড়াই-এ মুক্ত জম্মু-কাশ্মীরের পাম্পোর

দীর্ঘ পঞ্চাশ ঘন্টা লড়াই চালাবার পর জঙ্গিদের খতম করতে সক্ষম হল ভারতীয় সেনা। শনিবার (২২ শে ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় লড়াই শুরু হয়ে সোমবার সন্ধ্যের দিকে লড়াই শেষ হয়। জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে তিন প্যারা কমান্ডোসহ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুইজন সেনা অফিসার ও একজন সাধারণ মানুষও আছে।

সূত্রে জানা যায় যে, শনিবার সন্ধ্যে নাগাদ জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়েতে সিআরপিএফ-এর এক কনভয়ে অতর্কিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেনারা পাল্টা গুলি চালালে পাম্পোরে ইডিআই ভবনে আশ্রয় নেয় জঙ্গিরা। সেই সময়ে ভবনে শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তাবাহিনী ইডিআই ভবন ঘিরে ফেললে জঙ্গিরা তাদের পণবন্দি না করে বাইরে বেরুনোর সুযোগ করে দেয়। এরপরই সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই শুরু হয়। রবিবার দিনভোর লড়াই চলে। সংঘর্ষ চলাকালীন জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ হন বছর তেইশের ক্যাপ্টেন পবনকুমার। এছাড়া শহিদ হয়েছেন প্যারা কমান্ডার তুষার মহাজন ও ল্যান্স নায়েক ওমপ্রকাশ। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর জঙ্গিদের খতম করে পাম্পোর অঞ্চল জঙ্গিমুক্ত করতে সক্ষম হয় ভারতীয় জওয়ানেরা। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে গত ছয় বছরে শ্রীনগরে এতবড় আত্মঘাতী হামলা হয়নি। তবে এই হামলায় ঠিক কতজন জঙ্গি জড়িত ছিল তা নিশ্চিন্ত করতে পারেনি স্থানীয় পুলিশ।

জমি নিয়ে বিবাদ

মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে

গত ৬-ই মার্চ মালদা জেলার অন্তর্গত হরিশচন্দ্রপুর থানা চন্ডিপুরে নরেশ নামক এক ব্যক্তির বাড়ি আক্রমণ করে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা। ঘটনার মূল অভিযুক্ত সৈফুদ্দিন (৮০) এমন কান্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ।

নরেশ বাবু জানান, তাঁর বেশকিছু জমিজমা আছে। তা দখল করার জন্য সৈফুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার বিবাদও হয়েছে। উভয় পক্ষ পুলিশের কাছে একে অপরের বিরুদ্ধে বহুবার নালিশও করে। পুলিশ নরেশবাবু ও সৈফুদ্দিনকে ডেকে একটা মীমাংসা করে দেয়। এরপর বেশ কয়েকদিন চুপচাপ থাকে সৈফুদ্দিন। কিন্তু কিছুদিন আগেই সে নরেশবাবুর জমিতে দখলদারি করতে এলে নতুন করে বিবাদ শুরু হয়। নরেশবাবু সৈফুদ্দিনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ করলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে দেখে নেব বলে শাসায়। ঘটনার দিন আনুমানিক সকাল ছ'টা নাগাদ সৈফুদ্দিন ও তার ভাই আব্বাস আলি, আব্দুল সাত্তরে এবং আত্মীয় আমরাফুল ও তার ছেলে নাজিম এবং আরও ২০-২৫ জন ব্যক্তি নরেশ দাশের বাড়িতে চড়াও হয়। কোন রকম বাকবিতণ্ডা ছাড়াই তারা গালিগালাজ করতে থাকে ও নরেশবাবুর বাড়ির চারিদিকের বেড়া ভেঙে দেয়। এমনকি তারা বাড়ির ভিতর প্রতিষ্ঠিত মনসা মন্দিরেও ভাঙচুর করে এবং ঠাকুরের মূর্তিটি ভেঙে দেয়। বাড়ির মহিলারা তাদের বাধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধোর ও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

নরেশবাবু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্রপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এখন দেখার পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশী হিন্দুদের মুক্তি প্রসঙ্গে কিছু কথা

পবিত্র রায়

যজ্ঞেশ্বর রায় মরেছে। না না যজ্ঞ করতে যজ্ঞাহুতির মধ্যেই দেহত্যাগ করে মৃত্যু হয় নি। মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর রায় একজন পুরোহিত ছিলেন-আশ্রমবাসী। যখন যজ্ঞেশ্বর রায়কে খুন করা হচ্ছে, আশ্রমবাসী অন্যান্য লোকেরা বাঁচাতে এলে তাদেরও কোপানো হয়। যজ্ঞেশ্বর এর অপরাধ? অপরাধ হল, সে একজন হিন্দু ও আশ্রমবাসী পুরোহিত। মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা বাংলাদেশে অন্য কোন ধর্ম এবং ধর্মীয় মানুষের অস্তিত্ব দেখতে নারাজ। সুতরাং যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যু স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোথায় ঘটেছে যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যু? বর্তমান কালের শেখ হাসিনা শাসিত বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে।

২৫.০২.২০১৬ তারিখের 'দৈনিক যুগশঙ্খ' পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি খবর ছিল 'বাংলাদেশে এবার পূজার সময় মন্দিরে হামলা, চারজনকে কুপিয়ে জখম'। প্রসঙ্গতঃ কালী পূজা চলাকালীন এইরূপ আক্রমণ চালায় মুসলিম মৌলবাদীরা। ২৬.০৬.২০১৪ তারিখের দৈনিক স্টেটম্যান পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বাড়ছে বাংলাদেশে'। এই শিরোনামের খবরটির মূল খবরগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১৭.০৪.২০১৪ তারিখে দিনে এবং রাতে নেত্রকোনায় দুটি কালিমন্দিরে ভাঙচুর হয় ১০টি প্রতিমা, সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় পাঙ্গাসী কালিমন্দিরে ৬টি প্রতিমা ভাঙা হয়। ঐ একই পত্রিকায় ০২.০৮.২০১৪ তারিখের প্রথম পাতায় একটি খবর ছিল, 'মালবিকাকে ধর্ষণ করে খুন'। কে এই মালবিকা? ২০০৮ সালে নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুসের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী যখন বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে মানিকগঞ্জে ক্ষুদ্র ঋণে স্বাবলম্বী নীলটেক গ্রাম পরিদর্শণে গিয়েছিলেন। সেইদিন ছোট্ট, ফুটফুটে যে মেয়েটি মানিকগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে রাহুল গান্ধীকে প্রথম মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তার নামই 'মালবিকা হালদার'। তাকে ১৬ বছর বয়সে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় ধর্ষণ করে খুন করে প্রতিবেশী রাজ্জাক। ০২.০৮.২০১৪ তারিখে আরও একটি খবর ছিল নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার ধন্যপুর গ্রামে দুর্গা ও রাম মন্দিরের সামনে ফুটবল খেলতে বারণ করায় সিরাজ ও কেরামত আলির নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে মন্দিরের প্রতিমা ভাঙা সহ তিনটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটপাট করা ও ৫ জনকে আহত করে হাসপাতালে পাঠান হয়। ব্লগার হত্যা তো একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবাসিত হয়েছে। অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয়দাস, ওয়াশিকুর রহমান, রাজীব হায়দর, নিলয় চক্রবর্তীদের হত্যাকান্ড সাম্প্রতিক কালে ইসলামী মৌলবাদের বাড়বাড়ন্তের সব চাইতে উজ্জ্বল উদাহরণ। ১৯৭১ সালের রাজাকার, বদর, আলবদর, আল শাসক এর দেশ বিরোধী কার্যকলাপ এর বিচার প্রক্রিয়ায় যখন এক একজনের শাস্তি ঘোষণা হচ্ছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফাঁসির আদেশে সমগ্র বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে উঠছে, নিপীড়িত হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু কেন? এইরূপ মানসিকতার কারণই বা কি? কারণ খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়।

১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট, কোলকাতায় মুসলিম লিগের গুন্ডাবাহিনী গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং শুরু করে-যার মুখ্য ভূমিকায় ছিল তিনগুন্ডা, নিউ মার্কেট এলাকার বোম্বাইয়া, কর্ণওয়ালিশ বস্তির মিনা পাঞ্জাবী ও হ্যারিসন রোডের মুন্না চৌধুরী। এদের উপরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুরাবর্দী, যার অন্যান্য সঙ্গীরা ছিল শেখ মুজিব, জে জে আজমিরি প্রভৃতিগণ, সুরাবর্দীর বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে ১৬ই আগষ্ট-এর বহু পূর্বেই বিভিন্ন মুসলিম মহল্লায় শেখ মুজিব অস্ত্র সরবরাহ করতেন, দুর্জনেরা এমন অভিযোগও করেন। এমনও অভিযোগ শোনা যায় দাঙ্গার দিনে নিজেও ছোরা হাতে মাঠে নেমে পড়েছিলেন হিন্দু হত্যার জন্য। অবশ্য হিন্দু প্রতিরোধ শুরু হলে গোপাল মুখার্জির কাছে গিয়ে মুজিব ও জে জে আজমিরি দাঙ্গা থামানোর জন্য পায়ে তেল মাখিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত মুজিবকে দেখা যায় একজন কট্টর মৌলবাদী মুসলমান-হিন্দুদের প্রতি যার কোন সহনশীলতা নেই। শুধু তাই নয়, পুরো বাংলাপ্রদেশটাই মুসলিম লিগ পাকিস্তানের পক্ষে দাবি করেছিল। নিতান্ত পক্ষে ভাগীরথী নদীর পূর্বপার পর্যন্ত, যেথায় কোলকাতাও পাকিস্তানে যাবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর প্রচেষ্টায় সেটা সম্ভব না হওয়ার মুজিবর প্রচন্ড আঘাত পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুজিবর রহমানকে পুরোধা মানেন সবাই। আসলে বিচার কার দেখলে তার অসারতা প্রকট হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে উঠে আসে স্বাভিমান বোধ-তার ফলে জন্ম হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের। এই ভাষা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন চারজন পূর্ব পাকিস্তানী হিন্দু, এঁরা হলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমহরি বর্মা, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে করাচিতে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করা হবে বলা হলে গর্জে ওঠেন ঐ চারজন হিন্দু। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষই বাংলায় কথা বলে, সুতরাং উর্দুর সাথে বাংলাকেও হিসেবে রাখতে হবে। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধি তামিজুদ্দিন, খাজা নাজিমুদ্দিন, লিয়াফত আলি খান। এরা বলেছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্য-মুসলিমদের ভাষা উর্দু, সুতরাং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ধীরেনবাবু বলেছিলেন, পাকিস্তানকে আমরা জানি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ধীরেনবাবুকে যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন বাকি তিনজন হিন্দু সাংসদ। প্রকাশ্যে ধীরেন্দ্রনাথবাবুর নামে বিখ্যাত বাঙালি শেখ মুজিব কখনো প্রশংসা সূচক কথা বলেছেন বলে জানা যায় না। কারণ হলো ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে স্বাধীনতা আন্দোলন, সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলনে ধীরেনবাবুর দান এসে পড়ে এবং মুজিবরের একক কৃতিত্ব থাকে না। সর্বোপরি এই চারজন ভাষা আন্দোলনের পুরোধাই ছিলেন হিন্দু।

১৯৭১ সালে মুজিবর স্বাধীনতা চান নি। চেয়েছিলেন স্বায়ত্বশাসন, আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসন। পাকিস্তানী শাসকরাই জবরদস্তি বাংলাদেশ বানিয়ে দিল জনগনের উপর অত্যাচার করে, বিশেষত হিন্দু খুন ও উৎপীড়ন করে দেশত্যাগে বাধ্য করে। প্রচুর শরণার্থী আগমন ভারতকে বাধ্য করে বিশ্বজনমত সংগঠন করতে। মুজিবর আত্মগোপনও করলেন না। পাকিস্তানীদের সাথে গোপন বোঝাপড়া করে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ভূট্টোর আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটালেন। তাজুদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলিরা ইন্দিরার সাথে উপযুক্ত দৌত্য করে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিলে মুজিবর রহমান

শেষাংশ ৭ পাতায়

পাকিস্তানে সংখ্যালঘু বিলুপ্তির পথে অথচ ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদের নিয়ে এত চিন্তা কেন?

আবীর গাঙ্গুলী

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ কৌশলে মহম্মদ আলি জিন্নার উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্রয়ে জহওরলাল নেহেরু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-খন্ডিত হইল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষার তাগিদে হিন্দু সংস্পর্শ এড়াইবার জন্য পাক-ই-স্তান এর জন্ম দিলেন। জন্মলগ্ন হইতেই পাকিস্তান তাহার উগ্র সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ ও চরিত্র বজায় রাখিয়াছে। যেখানে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। যাহার কোনক্রমে রহিয়াছে তাহার প্রতি মূহুর্তে প্রাণ ও ইজ্জত হারাইবার ভয়ে ভীত রহিয়াছে। সেখানকার সতীপিঠসহ সমস্ত হিন্দু ও অন্যান্য তীর্থস্থান ধ্বংস করা হইয়াছে এবং জন্মলগ্ন হইতে অদ্যাবধি সীমান্তে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য তাহাদের আক্রমণে প্রাণ হারাইয়াছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় মদতে বিভিন্ন ইসলামিক জঙ্গী সংগঠন বহু নিরীহ ভারতীয়কে হত্যা করিয়াছে, এমনকি সংসদ ভবন আক্রমণে কুণ্ঠিত হয় নাই। কাশ্মীরে পাকিস্তান তাহার আক্রমণ বজায় রাখিয়াছে, কিছু অংশ দখল করিয়া ''অধিকৃত কাশ্মীর'' হইয়াছে এবং বাকী অংশ নামে ভারতের হলেও আধিপত্য কিন্তু তাহাদেরই আছে। কারণ তাহারা ৩৭০ ধারার বলে সেটাকেও ইসলামিক রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। কাশ্মীরী পন্ডিতদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। সারা ভারতে কাশ্মীরীরা বসবাস করিতে পারে কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়রা কাশ্মীরে বসবাসের কোনও অনুমতি পাইবে না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি (তথাকপিত ধর্মনিরপেক্ষ দল) তাহাদের ভোট ব্যাঙ্ক অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অন্যায় ভাবে ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরিয়া সংখ্যালঘু তোষণ করিয়া পাকিস্তানের সমূহ ভারতবিরোধী পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিয়া আসিতেছে। কারণ পাকিস্তান তাহার ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাইবার জন্য ম্যান পাওয়ার ভারতের মাটিতেই প্রাপ্ত করিতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় হিন্দুদের চিন্তা করিবার সময় আসিতেছে যে তাহারা যদি এক নিরাপদ শক্তিশালী ভারতে নিশ্চিন্তে বসবাস করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের পাকিস্তানের এজেন্ট তথাকপিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিকে ভারতের মাটি হইতে উৎখাত করিবার সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। অন্যথায় যে কোন সময় যে কোন বিস্ফোরণে তাহার বা তাহার কোন প্রিয়জনের প্রাণ যাইবে।

এরপরে বাংলাদেশের দিকে তাকান যাক। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়কার হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে অবলুপ্তির পথে, যাহা বর্তমানে ৭ শতাংশের নীচে নামিয়া আসিয়াছে, হাজার হাজার সংখ্যালঘু হিন্দু নরনারী সহ শিশুর প্রাণ গিয়াছে, ইজ্জতহানী হইয়াছে এবং তাহাদের সমূহ সম্পত্তি শত্রুরসম্পত্তি আখ্যা দিয়া আইন করিয়া সরকারীভাবে হিন্দু বিতাড়নে মদত দিয়াছে। যদিও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের আগ্রাসন হইতে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং অসংখ্য ভারতীয় সেনার রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তথাপি বাংলাদেশ তাহার ভারত বিরোধী এক ইসলামিক রাষ্ট্রের চরিত্র বজায় রাখিয়াছে, যাহার ফলস্বরূপ সেখানকার হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের লোকজন যাহারা এখনও ভিটেমাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা মানুষ হইয়াও কুকুর ছাগলের ন্যায় বাঁচিয়া রহিয়াছে। যাহার মর্মার্থ হইল এই যে, ''পৃথিবীর সবচাইতে বিপন্ন জনজাতি হইল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হিন্দু সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।''

অতএব যে সমস্ত লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, বিজ্ঞানী ভারতবর্ষে কালবর্গী হত্যা বা দাদরী, হরিয়ানা এবং জম্বুর মত যৎসামান্য ঘটনায় পদক দিতেছেন তাহারা পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মত প্রতিবেশী দেশে (যাহা ভারতেই অঙ্গ ছিল) সংখ্যালঘুদের দুঃখ দুর্দশায় নীরব থাকেন কেন? ভারতে যখন মুম্বাই স্টেশন বিস্ফোরণ, তাজ হোটেল বিস্ফোরণ, গোধরা কান্ড বা সংসদ ভবন হামলায় হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এবং প্রতিনিয়ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মদতে সীমান্তে হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ হারাইতেছে তখন আপনারা নীরব থাকেন কেন? তাহলে কি এটা ধরে নিতে হয় আপনারা আদপে ভারতীয় নন, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান এজেন্ট মাত্র-প্রতিবাদ যদি করতেই হয় নিরপেক্ষ ভাবে করুন। হাজার হাজার হিন্দু হত্যা হইলে আপনাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয় না, অথচ দু-একজন মুসলিম হত্যা হইলে আপনারা বিচলিত হইয়া পড়েন। আপনারা পাকিস্তান বা বাংলাদেশে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচার করুন। পারবেন না কারণ সেখানে ধর্মনিপেক্ষতার ব্যবসাটা বড় জমবে না। তাই হে বুদ্ধিজীবী, সাবধান! ভারতবর্ষের মত সহনশীল রাষ্ট্রের জণগন আপনাদের দ্বিচারিতা সহ্য করিবেনা, কারণ এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজণগনের ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত শোনার অপরাধে গলা কেটে হত্যা কিশোরকে

আয়াম হুসেনের অপরাধ বাবার দোকানে বসে পোর্টেবল সিডি প্লেয়ারে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনছিল। সেই অপরাধে ১৫ বছরের হুসেনকে গলা কেটে হত্যা করলো আইএস। ইরাকের মসুল শহরে ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই ঘটনাটি ঘটেছে।

সেখান দিয়ে যাওয়ার আইএস জঙ্গিরা পপ সঙ্গীত শোনার শোনার সময় তাকে ধরে ফেলে। ইসলামে পপ সঙ্গীত শোনা ধর্ম বিরোধী বলে জঙ্গিরা তাদের নিজস্ব আদালতে হুসেনের বিচার করে প্রকাশ্যে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। এরপর মসুলের নবি ইউনিস বাজার থেকে ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে যায় জঙ্গিরা। প্রকাশ্য রাস্তায় হুসেনের গলা কেটে হত্যা করার পর জঙ্গিরা মৃতদেহটি তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ধর্মীয় ফতোয়া জারি করে শুধুমাত্র সঙ্গীত শোনার অপরাধে কাউকে হত্যা করা বোধ হয় এই প্রথম।

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA

INDIAN VOICE

Books of Nationalist Writers

now available at this book store

70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

মন্দিরে আক্রমণ ঃ গলা কেটে হত্যা পুরোহিতকে

বাংলাদেশে উত্তর পঞ্চগড় জেলার কিছু মুসলিম যুবক গলার নলি কেটে হত্যা করলো একটি মন্দিরের পুরোহিত জ্ঞানেশ্বর রায়কে। হত্যার কারণ নিয়ে জেলা পুলিশ সন্দেহ প্রকাশ করলেও স্থানীয়দের বক্তব্য এ রকম লাগাতার আক্রমণ সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর বাংলাদেশে ঘটে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয়না। ইসলামিক জেহাদি আক্রমণের ভয়ে তারা যে শঙ্কিত তা তাদের কথাবার্তাতেই স্পষ্ট।

স্থানীয় সূত্রের খবর, গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী ভোর রাতে কিছু মুসলিম যুবক মোটর বাইক করে মন্দিরে আসে। তাদের কাছে ধারালো অস্ত্র ছিল। বিনা প্ররোচনায় তারা মন্দিরে পাথর ছুঁড়তে থাকে। হিন্দুধর্ম ও দেবদেবী নিয়েও তারা ক্রমাগত গালিগালাজ করতে থাকে। মন্দিরের পুরোহিত জ্ঞানেশ্বর রায়কে বারবার বাইরে আসার চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে তারা। তাদের প্ররোচনায় পা দিয়ে মন্দিরের বাইরে এলে দুষ্কৃতিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলার নলি কেটে দেয়। ঘটনাস্থলেই ওনার মৃত্যু হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়েছে। এদের একজন গোপালচন্দ্র রায়ের গুলি লাগে।

বাংলাদেশে আইএস ইতিপূর্বে হিন্দুদের পূজা আর্চার উপর ফতোয়া জারি করেছে। জেএমবি জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগ রয়েছে। হত্যার পর তারা তাদের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটে এই হত্যার দায় স্বীকার করে নিয়েছে। এদিকে পুরোহিত হত্যার পর উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষেরা জড়ো হয়ে অপারধীদের শাস্তির দাবীতে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ সমবেশ ও পথ অবরোধ করে।

যজ্ঞেশ্বরকে হত্যা এবং তাঁকে রক্ষায় এগিয়ে আসা গোপালচন্দ্র রায়ের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত পিয়রে মারাদন। সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি অপরাধীদের গ্রেফতার করে দ্রুত বিচারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

এদিকে এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে দুইজন নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের সদস্য। অন্যজন জামাতের কর্মী বলে পুলিশ জানায়। তাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও অস্ত্র আইনের মামলা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনের পক্ষ থেকে দোষীদের চরম শাস্তির দাবী করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মন্দিরে ৪ হিন্দুকে খুনের চেষ্টা

হবিগঞ্জের পর এবার মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের ফাঁসতলা মহাশ্মশান কালীমন্দিরে পূজা চলার সময় চার দর্শনার্থীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী (সোমবার) তারিখ রাত ১০ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার রাতেই ইকবাল নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। হামলায় তাপস সরকার, অমিত সরকার, সুব্রত সরকার ও বিপ্লব সরকার নামে চার দর্শনাথী আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে গুরুতর জখম তাপস সরকারকে (২২) মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের বাড়ি খামারপাড়া গ্রামের সর্দার পাড়ায়। ফাঁসতলা মহাশ্মশান কমিটির সভাপতি শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানান, পূজা চলার সময়ে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে একদল যুবক হঠাৎ করেই পূজা দেখতে আসা কয়েকজন দর্শনার্থীকে লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মার ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক ইকবাল নামে এক দুর্বৃত্তকে আটক করে। আটককৃত ইকবাল বারইপাড়া গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে। সে এলাকার বখাটে যুবক বলে পরিচিত। আহত তাপস সরকারের বাবা বিনোদ সরকার জানান, এর আগে আটক ইকবালসহ কয়েকজন বখাটে যুবক তাদের দুর্গামন্দিরে পূজার সময় মহিলাদের উত্ত্যক্ত করার কারণে তার ছেলে তাপসসহ কয়েকজন স্বেচ্ছা সেবক তাদের প্রতিবাদ করেছিল। এ কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আহত তাপস সরকার বলেন, ''হামলাকারীরা সংখ্যায় ৮-১০ জন ছিল। কিন্তু ইকবাল ছাড়া আমরা কাউকে চিনতে পারিনি''।

এ ঘটনায় প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠী থানায় মামলা না করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন। শ্রীপুর থানার ওসি (তদন্ত) এম এ মাজেদ বলেন, ''ফাঁসতলা মহাশ্মশান কালীমন্দিরে দর্শনার্থীদের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ইকবাল নামে একজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে''।

অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে ঃ তসলিমা

ভয়ঙ্কর দিনের দিকে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে প্রতিবেশী দেশটি। নিজস্ব টুইটে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের কট্টর ইসলামপন্থীরা চায় না সে দেশে কোন হিন্দু থাকুক। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের রংপুর জেলার পঞ্চগড়ে এক হিন্দু পুরোহিতকে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করেছে মুসলিম মৌলবাদীরা। এছাড়া মৌলবাদীদের হিংস্র আক্রমণে আহত হয়েছেন ওই পুরোহিতের এক সহযোগী এবং এক নিরীহ গ্রামবাসী। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন এমন মন্তব্য করেছেন।

বাংলাদেশে পুরোহিত হত্যায় তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। একই সঙ্গে ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনা সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেবারও দাবি জানিয়েছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার। এক বিবৃত্তিতে ভারতের সংসদ বিষয়কমন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেছেন, এই ঘটনার নিন্দার ভাষা নেই। সন্ত্রাসবাদীরা যে কত নৃশংস হয়, এই ঘটনা সে কথাই প্রমাণ করে। এক পুরোহিতকে নৃশংসভাবে মুন্ডচ্ছেদ করেছে কেছু মৌলবাদী ব্যক্তি। হাসিনা সরকারের উচিৎ এই সৃশংস সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। 'আমরা আশা করি, পুরোহিত খুনের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপযুক্ত পদক্ষেপই নেবেন।' অন্যদিকে পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর রায়কে মুন্ডচ্ছেদ করে হত্যার দায় স্বীকার করেছে আইএস জঙ্গি সংগঠন। আক্রমণকারীদের খিলাফতের সেনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এক বিবৃতিতে।

এই প্রসঙ্গেই বলতে গিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি তাঁর নিজস্ব সাইটে লিখেছেন, বাংলাদেশের কট্টর মৌলবাদী মুসলিমরা চায় না, সেখানে কোন হিন্দু থাকুক। তাই তারা হিন্দুদের খুন করার নীতি গ্রহণ করেছে। হিন্দু জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাচ্ছে বাংলাদেশে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দু মন্দির, হিন্দু বাড়ি ও দোকানপাটে আক্রমণ, লুঠপাটের ঘটনা মারাত্মক হারে বেড়ে গেছে। সেখানে হিন্দু মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা হচ্ছে। হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের তেমন কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এমন কি শাসক দল আওয়ামি লিগের অনেক নেতাই হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাই বলা যেতেই পারে তসলিমার ধারণা কোন অমূলক ঘটনা নয়।

(সূত্রঃ যুগশঙ্খ, ২৩ শে ফেব্রুয়ারী)

মৃতদেহ কবর দিতে বাধ্য পাকিস্তানের হিন্দুরা

পাকিস্তান এক্সপ্রেস ট্রিবিউন প্রতিবেদনে প্রকাশ হিন্দু ধর্মানুসারে মৃতদেহ দাহ করার নিয়ম থাকলেও দাহ না করে কবর দিতে বাধ্য হচ্ছেন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। বিশেষ করে খাইবার পাখতুন খোয়ার হিন্দুদের অবস্থা সর্বাধিক করুন। একপ্রকার বাধ্য হয়েই তারা মৃতদেহকে মাটিতে দাফন করছেন। খাইবার পাখতুন খোয়ায় শ্মশানঘাটের সংখ্যা খুবই কম। এছাড়া মৃতদেহকে দাহ শেষে চিতা ভস্ম নদীতে ছিটিয়ে দেয়ার রীতি রয়েছে হিন্দুদের। কিন্তু নিকটস্থ কোন শ্মশান বা নদী নেই সেখানে। নতুন করে শ্মশান প্রতিষ্ঠার সুযোগও নেই হিন্দুদের। সুদূর বুনারে অবস্থিত আটক নদীর পাশে একটি শ্মশানঘাট আছে। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে হলে হিন্দু পরিবারকে বহুদূর পথ অতিক্রম করে সেখানে যেতে হয়।

বুনারে মৃতদেহ নিতে গেলে ১৫ হাজার পাকিস্তানি রুপি খরচ হয় এবং তার সঙ্গে যোগ হয় ৩০ হাজার রুপির লাকড়ির খরচ। দুই মিলে একটি মৃতদেহ দাহ করতে গেলে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ হাজার পাকিস্তানি রুপি লেগে যায়। যা খাইবার-পাখতুনখোয়ার পাকিস্তানি হিন্দুদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। এ কারণে বহু হিন্দু তাদের নিকটজনের মৃতদেহকে দাহ করতে না পেরে দাফন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এদিকে দাফন করায় কবরের জায়গাও সীমিত হয়ে আসছে খাইবার পাখতুন খোয়ার। অল পাকিস্তান হিন্দু রাইটস মুভমেন্টের চেয়ারম্যান হারুন সার্ব দিয়াল এসব কথা বলেন। আর্থিক অনটনের কারণে বাড়ির পাশের জায়গায় মৃতদেহ দাফন করছেন বান্নু, হানগু, দেরা ইসমাইল খান ও মালাকান্দ এলাকার হিন্দুরা।

পাকিস্তানে সর্বাধিক হিন্দুর বসবাস সিন্ধু প্রদেশে। অন্যান্য প্রদেশে এ ধরণের নানান প্রতিকূলতার কারণে হিন্দুদের মাঝে মাঝে সিন্ধু প্রদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৭ পাতার শেষাংশ

বাংলাদেশী হিন্দুদের মুক্তি প্রসঙ্গে কিছু কথা

অখুশি হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় বিমানে বাংলাদেশ যেতে অস্বীকার করেন, তাজুদ্দিনের সাথে দূরত্ব বাড়ান, অতি সত্ত্বর পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন, ভারতীয় সৈন্যদের এক মাসের মধ্যে দেশ ত্যাগ করার আদেশ, ঢাকার রমনা ময়দানে তাজুদ্দিনের বানানো ইন্দিরা মঞ্চ গুঁড়িয়ে দেওয়া সবই মুজিব করলেন। ছাত্র নেতা সাজাহান সিরাজ বিরক্ত হয়ে পল্টন ময়দানে ঘোষণা করলেন, ''একদিন ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমি মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যা দিয়েছিলাম, আজ এই সভায় আমি ফেরত নিলাম''। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানীদের দেয়া হিন্দুদের সম্পত্তি বা 'শত্রুসম্পত্তি' আইন বাতিল না করে হিন্দুদেরকে 'শত্রু'ই বানিয়ে রাখলেন। অর্থ্যাৎ মুজিবর কখনোই ভারতের তথা হিন্দুদের বন্ধু হতে পারেন না-বহু ঘটনার মধ্যে সামান্য কিছু ঘটনায় সেটাই প্রমাণিত হয়।

১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে মুজিব হত্যাকরণ প্রক্রিয়ায় এক হিন্দু বিদ্বেষিতার অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এই মুজিবের শাসনামলেই ভারতীয় দূতাবাস কর্মীদের হেনস্তা ও পাকিস্তানীদের জামাই আদরে রাখা শুরু হয়। খুব সম্ভবতঃ মুজিবের জ্ঞাতসারেই আইএসআই ভারত বিরোধিতা ও ধ্বংসকরণ বীজ রোপন করে। জিয়াউর রহমান, হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ প্রভৃতিগণ সেই বীজ হতে চারাগাছ হয়ে ওঠা গাছটিতে সার-জল সরবরাহ করে গিয়েছেন। বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে হিন্দু উৎপীড়নের হার চরম মাত্রায় নিয়ে যান। খুল্লাম খুল্লা ভারত বিরোধীদের সমর্থন ও সহায়তা দিতে থাকেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি নেতাদের ট্রেনিং ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। দশ ট্রাক অস্ত্র চালান করা হচ্ছিল ভারতীয় জঙ্গিদের -যার মধ্যে জড়িত ছিল খালেদার মন্ত্রী।

এরপর এলো নতুন অধ্যায়। খালেদা জিয়া ক্ষমতা থেকে বিদায় হলেন এবং পরপর দুবারের জন্য ক্ষমতায় এলেন আওয়ামি লীগ দলের সরকার, যার প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ মুজিব তনয়া বেগম হাসিনা ওয়াজেদ। হিন্দুরা ভাবল এবার বুঝি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যাবে। না, আবার আশাহত হতে হল। এই হাসিনা সরকারের আমলেই রোজ কোথাও না কোথাও হিন্দু উৎপীড়নের খবর চলে আসছে। যত হিন্দু সম্পত্তি জবরদখল হচ্ছে, বেশির ভাগই আওয়ামি লিগের নেতা-নেতৃরা করছেন। হাসিনার বেয়াই সাহেব নিজেই জমি জবর দখল কার্যে জড়িত। বেগম হাসিনা শুধুই তার পিতৃহন্তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিতেই ব্যাস্ত রয়েছেন। নীরবে দেশাভ্যন্তরে হিন্দুদের 'এথনিক ক্লিনাজং' করা হচ্ছে এবং মনে আওয়ামি লিগ তথা হাসিনার নীরব সমর্থনও আছে এইরূপ কার্যে। হাসিনা খুব সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছেন ব্যাপক উৎপীড়ন এক সাথে হলে ১৯৭১ এর মত পরিস্থিতি হতে পারে—তাই হয়ত নীরবে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

এর থেকে বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দুদের মুক্তি কোথায়? আসন্ন কোন উদ্ধার হওয়ার রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। যে দেশ এঁদের রক্ষা করতে পারে, সেই ভারতবর্ষ নামক দেশটা বৈষ্ণবাচারে সীমাবদ্ধ হয়ে এঁদের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। ভারত বিরোধী শক্তিকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য হাসিনার কাছে শান্তি ভিক্ষা করতে হচ্ছে। আর হাসিনাও তাই ব্ল্যাকমেল করে চলবে- হিন্দু হত্যা, উৎপীড়ন, ধর্মান্তর তাই বেড়েই চলবে। বাংলাদেশে একবার সম্পূর্ণ ইসলামীকরণ ঘটে গেলে সেই আঁচ এসে পড়বে পূর্ব ভারতে। কারণ ইসলাম কখনো শান্ত নয়-পরিবর্তনশীল। সদা বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণ বৈষ্ণবাচার ত্যাগ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসনের উক্তি গ্রহণ করলেই বোধহয় বাস্তবতা স্বীকার করা হয়। ম্যাডিসন বলেছিলেন, 'যুদ্ধের চেয়ে শান্তি ভাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন কারও সাথে যুদ্ধ চায় না। তেমনি কারও কাছ থেকে শান্তি ক্রয় করবে না''। না, আমাদের শান্তি ক্রয় করার দরকার নেই। রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, চিন, পাকিস্তান, জার্মানি- কেউই শান্তি ক্রয় করেনা। তবে বাংলাদেশি হিন্দুদের মুক্তি পেতে হলে 'বসনিয়া'র মত আলাদা রাষ্ট্র ছাড়া গতি নেই। ইসলামি মৌলবাদ কখনো ধ্বংস হবে না। আওয়ামি লিগ মুজিবর দর্শনে বিশ্বাসী। সে কথা তারা সরাসরি স্বীকারও করে। সুতরাং আলাদা 'হিন্দু বাংলাদেশ' ছাড়া মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

অষ্টম বর্ষপূর্তিতে হিন্দু সংহতি-র জনসমাবেশের বিশেষ কিছু মুহূর্ত

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১। জনসমুদ্র।
২। প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার উদ্বোধন।
৩। সক্রিয় সমর্থক ও কর্মী।
৪। অতিথি আপ্যায়ন।
৫। মঞ্চে সংহতি সভাপতির অতিথিবরণ।
৬। কর্মীদের একাংশ।
৭। শ্রী বালাগুরু।
৮। অতিথিপূর্ণ মঞ্চ।
৯। সূর্যের উদয়।
১০। মঞ্চ থেকে জনসমুদ্রের ছবি।
১১। পর্দায় উদ্ভাসিত সংহতি সভাপতি।
১২। শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।
১৩। ভাষণরত সংহতি সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য।
১৪। এবার ফেরার পালা।
১৫। বিশিষ্ট পাঞ্জাবী কবি সর্দার রবিজোত সিং।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686